

# শিক্ষাওসংস্কৃতি

## ধর্মশাস্ত্র

"তিনি লোকদের সমাজ গৃহে গিয়ে উপদেশ দিতেন আর সকলেই তাঁর প্রশংসা করত।" [লুকঃ:১৫]

[দ্রঃমথিঃ:২৯; মার্কঃ:২২; লুকঃ:৩২; মার্কঃ:৩৩-৩৪]

## প্রারম্ভিকপ্রার্থনা

হে যীশু, আমাদের স্নেহশীল শিক্ষাগুরু, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তুমি কর্তৃত্ব নিয়ে আমাদের শিক্ষাদান করেছো। প্রার্থনা করি, আমরা,যারা শিক্ষাদানের সেবাদায়ীত্বে নিযুক্ত আছি, তাদের ওপর তোমার সেই আত্মা যেন নেমে আসে, যেন নতুন প্রজন্মকে,তোমার মত বিজ্ঞতায় গড়ে উঠতে,তাদেরকে সঠিক জ্ঞান জ্ঞাপন করতে সক্ষম হই।সকলের কাছে মঙ্গলবার্তা পৌছে দেওয়ার জন্য,আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐশবাণী প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে তুমি সাহায্য করো, প্রভু।সেইসঙ্গে, সেগুলি যেন আমাদের মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষার সেবা-দায়ীত্বের পালকীয় পরিকল্পনা তৈরী করার আমাদের এই প্রচেষ্টাকে তুমি আশীর্বাদ করো, প্রভু,যেন তার দ্বারা আমরা তোমার স্বর্গীয় পিতাকে গৌরাবান্বিত করতে পারি, যিনি যুগে যুগে বিরাজমান।আমেন॥

## ভূমিকা

মন্ডলী ও সমাজের কাছে, শিক্ষা এক বিশেষ রূপে চিন্তা-ভাবনার বিষয়। মানুষের জীবনের গুণগতমান, মানুষের আত্ম-মর্যাদা এবং মানবজাতির সার্বিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে আমরা কি মানের শিক্ষা আমাদের নবীন প্রজন্মকে প্রদান করছি। এব্যাপারে, খ্রীষ্টমন্ডলী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামূলক সেবার প্রায় ২৫শতাংশ শুধুমাত্র কাথলিক খ্রীষ্টমন্ডলী দ্বারা-ই পরিচালিত। সরকারি, খ্রীষ্টমন্ডলী ও অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু "সকলেরজন্যশিক্ষা", আমাদের এই স্বপ্ন এখনও পর্যন্ত অপরিপূর্ণ রয়েছে। আমাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ সত্ত্বেও ভারতে নিরক্ষরতার হার প্রায় ২৭শতাংশ।শিশু শ্রমিকদের

সংখ্যা তাই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।স্কুল ছেড়ে দেওয়া বহু ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে।এই পরিপেক্ষিতেই, আমাদের মহাধর্মপ্রদেশের শিক্ষাবিষয়ক পালকীয় পরিকল্পনা, শিক্ষাজগতের সকল সমস্যা ও অসুবিধার মোকাবিলা এবং সমাধান করতে সাহায্য করবে,এইআশা করা যায়।।

## ভাগ১ :খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা

একবিংশ শতাব্দীতে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে হৃদয়ের গঠন, মনের বিকাশ ও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনে এক রূপান্তর ঘটানো।

"শিশু ও তরুণদের শিক্ষাদান এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার দ্বারা আমরা তাদের কে ভবিষ্যতের স্বাধীন ও দায়ীত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।এর দ্বারা আমরা তাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করতে পারি তাদের আল্লা-মর্যাদা, যা এক অবিচ্ছেদ্য মৌলিক দান হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে তাঁর সন্তান রূপে সৃষ্ট হওয়ার কারণে।এবং যে হেতু শিক্ষা সত্যিকারের মানুষ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তাই এটি বিশেষভাবে মন্ডলীর দায়ীত্ব ও কর্তব্য কারণ ঈশ্বরের হৃদয় থেকে মানব জাতিকে সেবা করার জন্য মন্ডলী আহত, যা অন্য কোনো সংস্কার পক্ষে করা সম্ভবও নয়।"- পোপফ্রান্সিস্

### ১.১মন্ডলীর পরিচালনের প্রেরণাকার্যে কাথলিক স্কুলগুলির অবদান

কাথলিক স্কুলগুলি মন্ডলীর পরিচালনের প্রেরণাকার্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসের শিক্ষার মাধ্যমে।সত্য ও অনুগ্রহের মত ঐশদান পাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে যীশুখ্রীষ্ট যেমন স্থায়িক ও নৈতিক বিকাশ প্রায় দাবী করেছেন, সেই কর্তব্য কিন্তু মন্ডলী পালন করে তার ভক্তজনদের মধ্যে তাদের নতুন জীবনে নবজন্মের বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা জাগিয়ে। [ড্র : Vatican II, Declaration on Christian "Gravissimum Educationis", 3] এবং যীশুখ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচারে যেমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, খ্রীষ্টভক্ত সাধারণদের মনে ও জীবনে শিকড় গড়ার মধ্য দিয়েই কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আসল মানে খুঁজে পায়, বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে।

মন্ডলীস্কুল-ব্যবস্থার এই একাধিকত্বের মূলসূত্রকেই সমর্থন করে যাতে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার মোকাবিলায় সে তার লক্ষ্য সুরক্ষিত রাখতে পারে।অন্যভাবে বলা যায়, মন্ডলী একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহ-অবস্থান এবং, সম্ভবহলে, তাদের মধ্যে সহযোগিতা উৎসাহিত করে।এরফলে, বিশ্ব-জগতের ব্যাপারে এক নির্দিষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি করা মূল্যায়নের দ্বারা যুব সমাজ তাদের

নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে যা সম্প্রদায় ও সমাজ গঠনের কাজেও এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে তাদের সাহায্য করবে।

এইভাবে, স্থান-পাত্রঅনুযায়ী, নীতিওসুযোগ-সুবিধার তফাৎ হওয়া সত্ত্বেও কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেদের একটা জায়গা করে নিয়েছে। খ্রীষ্টমন্ডলী এই বিকল্পের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক-বহুত্ব-বিশিষ্ট সমাজে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি। এভাবেই, মন্ডলী শিক্ষাদানের স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দেয়, যা বিবেকের স্বাধীনতা এবং মঠিক স্কুল বাছার পিতামাতার অধিকারকে রক্ষা করে।

সবশেষে, মন্ডলী এ ব্যাপারে ও নিশ্চিত যে কাথলিক স্কুলগুলির শিক্ষা-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যগুলি আজকের জগতে এক অতি প্রয়োজনীয় ও অনন্যসেবা-দায়ীত্ব সম্পন্নকরে। আসলে, মন্ডলী তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মাধ্যমেই সংস্কৃতির সংলাপে যোগদান করে থাকে এবং তার ইতিবাচক অবদানের মাধ্যমে মানুষের পূর্ণগঠনের কারণ হয়ে ওঠে। তাই, কাথলিক স্কুলগুলির অনুপস্থিতি মানব সভ্যতা ও মানুষের প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক ভাগ্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতির কারণ হত।

## ১.২ মানবীয় গঠনের কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

### ১.২.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লক্ষ্য

"স্কুল" শব্দটির সংজ্ঞা এবং বর্তমানে নতুন শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রবণতা গুলির সুক্ষ্ম নিরীক্ষা থেকে এই ধারণা হয় যে স্কুল হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সংস্কৃতির এক প্রণালী বদ্ধ ও সমালোচনামূলক আত্মিকরণের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক গঠন সম্ভব হয়। স্কুলগুলি তাহলে সেই বিশেষাধিকারের জায়গা যেখানে এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জীবিত সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সার্বিক গঠন করা যায়।

স্কুলগুলিতে এই অত্যাবশ্যক অভিজ্ঞমনটি ঘটে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যা জীবন প্রসঙ্গের পরম মূল্যকে বিবেচনা করে তাকে জীবন-কাঠামোয় সন্নিবেশ করার প্রচেষ্টা করে।

প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি তখন-ই শিক্ষণীয় হয় যখন তরুণ-তরুণীরা তা তাদের বাস্তব জীবনের সাথে মেলাতে পারে। স্কুলগুলিকে তাই তার শিক্ষার্থীদের এই চর্চা করতে উদ্দীপিত করা উচিত যেন তারা তাদের চিন্তা শক্তির গতিময়তা দ্বারা স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মানে ও সত্যতার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে স্কুলগুলিকে

সাহায্য করতে হবে। যদি কোন স্কুল এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে বা শুধুমাত্র পূর্ব-নির্ধারিত সমাধান পেশ করে, তাহলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উন্নয়নে তা বাঁধার সৃষ্টি করবে।

### ১.২.২ স্কুল ও জীবনের প্রতি মনোভাব

এটা থেকে স্পষ্ট যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের গঠন-কার্যক্রমের বিষয় বস্তু ও পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা একান্তই দরকার, বিশেষ করে বাস্তবতার দৃষ্টি থেকে যা থেকে তারা প্ররণা পেয়ে থাকে এবং যার ওপর তারা নির্ভর করে।

জীবনের প্রতি সংকল্পবদ্ধ মনোভাবের উল্লেখ স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত ভাবে শিক্ষায় অনিবার্য। কারণ জীবনের সব সিদ্ধান্তই আমাদের এই মনোভাব থেকে উৎপন্ন। সুতরাং এটি অপরিহার্য যে শিক্ষকতায় একতার কারণে শিক্ষা জগতের সকল সদস্য-সদস্যকে, মূল্যবোধের নিজনিজ ধারণায় বিশ্বস্ত থেকে, একইদৃষ্টি-ভঙ্গি এবং জীবনের প্রতি একই মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। এটি-ই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও বয়স্কদের শিক্ষাদানের অধিকার দেয়। এটা ভোলা উচিত নয় যে স্কুলগুলিতে পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য-ই হচ্ছে শিক্ষা-দান। অর্থাৎ, অভ্যন্তর থেকে মানুষের উন্নয়ন ঘটানো এবং তা কে সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করা যা তাকে এক পূর্ণ সার্বিক মানুষ হয়ে উঠতে প্রতিবোধ করে। স্কুলগুলির তাই এই মূলমন্ত্র নিয়েই এগানো উচিত যে তাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য-ই হচ্ছে মানুষের পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুলগুলির বিধিসম্মত কাজ হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক ব্যাপ্তি চাগিয়ে তুলে তার অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক গতিময়তাকে জাগিয়ে তোলা। সেই সাথে তাকে তার নৈতিক স্বাধীনতা, যা তার মানসিকতার অনুপূরক, তা অর্জন করতে তাকে সাহায্য করা। এই নৈতিক স্বাধীনতার পেছনেই রয়েছে সেই সব পরম মূল্যবোধ যা মানুষ জীবনকে তার মানে ও মূল্যপ্রদান করে। এটা বলা প্রয়োজন কারণ বর্তমান-যুগের মূল্যবোধকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা শিক্ষার জগতেও দেখা যায়। সমকালীন বিশ্বের গভীরতর প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে বাহ্যিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়া জানানোর বিপদ থেকেই যায়।

### ১.২.৩ আজকের সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে, নির্ব্যক্তিকরণ ও ব্যাপক উৎপাদনের মানসিকতা-ই সমাজের বৈশিষ্ট্য হতে যাচ্ছে। এবং যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রকার সমাজের বিভিন্ন

চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে, তাই এই বিপদকে সীমিত করার লক্ষে তাদের নিজেদের কে প্রকৃত গঠন মূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরী করতে হবে। তাদের সেই সব দায়িত্ববান ও অন্তর্মুখী মানুষ, যারা নিজেদের বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, তাদেরকে তৈরী করতে হবে। এটা অন্যভাবে বলা যায় যে স্কুল হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে যুবক-যুবতীরা জীবন যেমন সেইমত নিজেদেরকে প্রকাশ করতে শেখে এবং জীবনের প্রতি এক নির্দিষ্ট মনোভাব নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

এই আলোকে দেখলে পরে, স্কুল কিন্তু শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক পছন্দের জায়গা নয় বরং সেই জায়গা যেখানে বিভিন্ন উপকারিতা বা সুযোগ পাওয়া যায় যা সক্রিয়ভাবে যাপন করা হয়। স্কুলকে এক সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে হবে যার মূল্যবোধ প্রেরণ করা হয় আন্তঃব্যক্তিগত ও আন্তরিক সম্পর্কের মাধ্যমে এবং জীবনের প্রতি মনোভাব যা পুরো স্কুলে পরিব্যাপ্ততার প্রতি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে অনুগত

থেকে।

## ১.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে কাথলিক স্কুল-গুলির অবদান

### ১.৩.১ কাথলিক স্কুলগুলির নির্দিষ্ট চরিত্র

"স্কুল"-এর ধারণা থেকে কাথলিক স্কুলগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার পর, এবার আমরা কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুণগত মান বিশ্লেষণ করতে পারি, বিশেষ করে যীশুখ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক জীবনের ধারণার দিক থেকে।

কাথলিক স্কুলের শিক্ষা-সংক্রান্ত উদ্যোগের মূল বুনিয়ে-ই হচ্ছে খ্রীষ্ট। তাঁর প্রকাশিত বাণী থেকেই আমরা জীবনের নতুন মানে খুঁজে পাই, যার দ্বারা মানুষ মঙ্গলসমাচার অনুযায়ী তার চিন্তা, ইচ্ছা ও কাজকর্ম পরিচালিত করতে পারে, যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা গিরি-পর্বতে ঘোষিত অষ্ট-কল্যাণ বাণীকে

জীবনের আদর্শ হিসেবে স্থাপন করে।স্কুলের সকল সদস্য এই খ্রীষ্টিয় দর্শনে বিশ্বাসী বলে, স্কুলটি "কাথলিক" হয়ে ওঠে। এইভাবেই, মঙ্গলসমাচারের মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে স্কুলগুলির মানদণ্ড, কারণ এগুলি-ই তখন তার আভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা ও সর্বশেষ লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলার কাজে দায়ীত্ববদ্ধ, কারণ খ্রীষ্ট, যিনি সর্বোত্তম মানুষ, তাঁর মধ্যেই সকল মনুষ্যগুণ ও মান পরিপূর্ণতা ও একতা পেয়ে থাকে। এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের স্কুলগুলির কাথলিক চরিত্র। সকল মানব জাতির সেবা করার প্রেরণ কার্যের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব আইনগত অধিকারের ভিত্তিতে মনুষ্য মূল্যবোধ গড়ার কর্তব্যের উৎস রয়েছে খ্রীষ্টের মধ্যেই। তিনি-ই মানুষকে মহান করে তোলেন ও মানব-জীবনের দিশা দেখান।তিনি-ই সেই অনুকরণীয় আদর্শ যাঁকে কাথলিক স্কুলগুলি তার শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করে থাকে।

অন্য স্কুলগুলির মতো কাথলিক স্কুলগুলির ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সংস্কৃতির অধ্যয়ন এবং সম্পূর্ণ ভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা, তারা কিন্তু এই কাজটি করে থাকে বাস্তবতার খ্রীষ্টিয় দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যার দ্বারা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানুষের পরিপূর্ণ জীবনাবস্থানের পরিপেক্ষিতে তার বিশেষ স্থান অর্জন করে নেয়। [ ] মানুষ যে খ্রীষ্ট দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ করেছে, সেই কথা মনে রেখে কাথলিক স্কুলগুলি খ্রীষ্টিয়-বিশ্বাসীর মনে সেইসব গুণগুলির গঠনের চেষ্টা করে যা তাকে খ্রীষ্টের মধ্যে এক নতুন জীবনযাপন করতে এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য স্থাপনে তার আপন ভূমিকা নির্ধারণ সঙ্গে পালন করতে শেখাবে। এই তর্কের ভিত্তি স্বরূপ উক্তিগুলি কাথলিক স্কুলগুলির দায়ীত্ব ও বিষয়বস্তুর ঈঙ্গিত দিয়ে থাকে। মূলগত ভাবে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হচ্ছে সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের মধ্যে এবং বিশ্বাস ও জীবনের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। এর প্রথমটি সাধন করা হয় মঙ্গল সমাচারের আলোকে সমস্ত বিষয়ে মনুষ্যজ্ঞানের বিভিন্ন দিক একীভূত করা এবং দ্বিতীয়টি, খ্রীষ্টিয়-বিশ্বাসীর সকল চারিত্রিক গুণাবলীর বৃদ্ধি দ্বারা।

## ১.৩.২ বিশ্বাস ও সংস্কৃতির একাঙ্গীকরণ

শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির একাঙ্গীকরণ শেখানোর প্রক্রিয়া কাথলিক স্কুলগুলি শুরু করে জ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে। কোনো অবস্থাতেই, জ্ঞান প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে তার বিচ্যুতি ঘটানো হয়না।

পাঠক্রমের সব কটা বিষয়ই তার নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী শেখানো উচিত। কোনো বিষয়কে শুধুমাত্র বিশ্বাসের আনুষঙ্গিক ভাষা অথবা আল্পপক্ষ সমর্থন বিদ্যা শেখানোর উপায় ভাষা ভুল হবে। এগুলি বরং শিক্ষার্থীদের নিজের দক্ষতা, জ্ঞান, বুদ্ধিগত পদ্ধতি এবং নৈতিক ও সামাজিক মনোভাব গড়ে সাহায্য করে, যার সব কিছু মিলিয়ে তাকে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে এবং মানব সম্প্রদায়ের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তার স্থান অর্জন করতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ করাই এর উদ্দেশ্য নয়, বরং সেইসঙ্গে মূল্যবোধ অর্জন ও সত্য আবিষ্কার করাও এর লক্ষ্য।

যেহেতু কাথলিক স্কুলগুলিতে শিক্ষার প্রেরণাকার্য বেশ বিশাল, সেই কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকা এক চমৎকার অবস্থানে রয়েছে যেখান থেকে তারা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বাসকে আরো গভীরতর করতে এবং বিশ্বাসের তথ্য দিয়ে তাদের মানবীয় জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ ও আলোকিত করতে পারে। যদি ও শিক্ষাদানের সময় বহু সুযোগ থাকে যখন শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উদ্দীপিত করায়, তবু ও খ্রীষ্টিয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা স্বীকৃত যে অধ্যয়নের বিভিন্ন বিষয় গুলি ও একজন পরিণত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে গড়ে তুলতে এক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের মন ও অন্তর গড়ে তুলতে পারে এবং, মানব সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ তাদের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে, খ্রীষ্টের প্রতি সর্বাত্মক দায় বদ্ধতা গড়ে তুলতে পরিচালিত করতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মানবীয় জ্ঞানকে সত্যের আবিষ্কার হিসেবে মেনে থাকে। অধ্যয়নের বিষয় গুলি সেই পরিমাণে খ্রীষ্টিয়, যে পরিমাণে সেগুলি শেখানো হয় এমন একজন দ্বারা, যিনি জেনে-শুনে এবং বাধাহীনভাবে সত্যকে অন্বেষণ করে। সত্য সঙ্ঘর্ষে সচেতনতাই মানুষকে স্বয়ং সত্যকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। একজন শিক্ষক, যিনি খ্রীষ্টিয় জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এবং নিজের অধ্যয়নের বিষয় সঙ্ঘর্ষে ভালভাবে প্রস্তুত, তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের সেই শেখানোর বিষয়ের চাইতে আরও অনেক বেশী উপলব্ধি জ্ঞাপন করতে পারেন। স্লেফ তাঁর কথার ও বক্তব্যের উর্ধ্বে উঠে, তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাত্মক সত্যের মর্মস্থলে পৌছাতে পরিচালিত করতে পারেন।

সত্যের নির্দিষ্ট পরিমন্ডল ছাড়াও,

মানবজাতীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও অনেক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। একজন খ্রীষ্টিয় শিক্ষক যখন তার শিক্ষার্থীদের এই সব মূল্যবোধ গুলি একত্রিত করে তার সঠিক উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে, তখন তিনি তাদেরকে সেই চিরন্তন বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকেন। সকল জ্ঞান ও বিদ্যার অ-সৃষ্ট উৎসের দিকে এই গতি-ই, আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝায়।

কাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরএইনির্দিষ্টলক্ষ্যঅর্জনযতনাতারপাঠ্যক্রমওশিক্ষা-

পদ্ধতিরওপরনির্ভরকরেবরংতারচেয়েবেশীনির্ভরকরেসেখানেকর্মরতব্যক্তিদেরওপর।শিক্ষারমাধ্যমে  
খ্রীষ্টীয়বার্তাকতটাসঞ্চারিতহয়তানেকটাইনির্ভরকরেশিক্ষক-

শিক্ষীকাদেরওপর।শিক্ষকেরনিজস্ববিশ্বাসওজীবনেরএকাস্পীকরণেরমধ্যদিয়েইবিশ্বাসওসংস্কৃতিরসমগ্র  
তাসাধনকরাসম্ভব।যেমহৎকাজেরজন্যশিক্ষকেরআহুতহন,

সেইকাজতাদেরকাছথেকেদাবিকরেযেতারামেনখ্রীষ্ট,  
খ্রীষ্টীয়বার্তাপ্রকাশকরেশুধুমাত্রকথামনয়,

আমাদেরএকমাত্রশিক্ষাগুরুরঅনুকরণে,  
বরংতাদেরপ্রতিটিদেহ-ভঙ্গিওস্বভাব-

আচরণেও।এটাইপার্থক্যগড়েদেয়দুটিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরমধ্যে

- একটিতে,

যেখানেশিক্ষাপরিব্যপ্তথাকেখ্রীষ্টীয়ধ্যান-ধারণায়,

এবংঅন্যটি,

যেখানেধর্মকে,

পাঠক্রমেরঅন্যসকলবিষয়েরমত, শুধুইএকটিঅধ্যয়নেরবিষয়হিসেবেমানাহয়।

### ১.৩.৩ বিশ্বাসওজীবনেরএকাস্পীকরণ

শিক্ষাদানেরমৌলিকউদ্দেশ্যইহচ্ছেবাস্তবমূল্যবোধগুলিরএকত্রিকরণএবংসেটায়দিকরাহয়প্ৰৈরিতিক  
কাজেরজন্যতখনতশুধুবিশ্বাসওসংস্কৃতিরএকাস্পীকরণ

যবরংশিক্ষার্থীরব্যক্তিগতস্তরেবিশ্বাসওজীবনেরএকাস্পীকরণওঘটায়।কাথলিকস্কুলগুলিরনির্দিষ্টকর্তব্য  
হচ্ছেতারশিক্ষার্থীদেরপূর্ণাঙ্গখ্রীষ্টীয়গঠনেসাহায্যকরাএবংবর্তমানযুগেপরিবারওসমাজেরবিভিন্নঅপ

র্যাপ্ততার কারণেএইকাজেরশুরুআরওবেশী।তারাজানেযেবিশ্বাসওজীবনেরএকাস্পীকরণহচ্ছেসারা

জীবন-ব্যাপিপরিবর্তন প্রক্রিয়ারএকঅঙ্গ, যতদিননাশিক্ষার্থীঈশ্বরেরইচ্ছানুযায়ীগড়েওঠে।অল্পব

য়স্কদেরশেখানোউচিতকিভাবেতাদেরব্যক্তিগতজীবনকেতারঈশ্বরেরসাথেভাগকরেনিতেপারে।তা

দেরনিজেদেরআল্লকেন্দ্রিকতারউর্ধেউঠতেহবেএবংসম্প্রদায়েরঅন্যান্যলোকদেরসাথেদায়ীত্ববানজীব

নমাপনকরারনির্দিষ্টআহুতি, বিশ্বাসেরআলোকে, আবিষ্কারকরতেহবে।খ্রীষ্টীয়জীবনধারা-

ইতাদেরআকৃষ্টকরেতাদেরব্রাতৃগণদেরমধ্যদিয়েঈশ্বরকেসেবাকরারকাজেনিজেদেরঅঙ্গীকারবদ্ধকর

তেএবং,সেইসঙ্গে, এইপৃথিবীকেআরওসুন্দরকরেগড়েতুলতেযেনমানুষসেখানেআনন্দেবাসকরতেপারে।

কাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেদরকারতাদেরশিক্ষার্থীদেরশেখানো,

কিভাবেবিশ্বরক্ষান্দেরকর্তৃস্বরেরমধ্যেতারসৃষ্টিকর্তাকেউপলব্ধিকরায়এবংবিজ্ঞানেরজ

য়মাত্রারমধ্যেওঈশ্বরওমানুষকেআরওভালকরেচেনায়।স্কুলেরদৈনন্দিনজীবনেরমধ্যদিয়েশিক্ষার্থী

দেরশেখাউচিতযে,

তাদেরব্যবহারওআচরণেরমাধ্যমে,

মানুষেরপ্রতিঈশ্বরেরপ্রেমেরজীবন্তসাক্ষীদেবারজন্যতারাআহুতহ



য়েছে। তারাসবাই সেই পরিভ্রাণের ইতিহাসেরই এক অঙ্গ,  
সেই খ্রীষ্ট।

যার মধ্যমণি হচ্ছে বিশ্বজগতের পরিভ্রাতা,

শুধুমাত্র দীক্ষা প্ৰাপ্ত সংস্কার গ্রহণেই কেউ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়ে ওঠে না। তার জন্য প্র

য়োজন মঙ্গল সমাচার অনুযায়ী জীবনধারণ ও যা পন করা। কাথলিক স্কুলগুলি তাই তাদের প্রতিষ্ঠানের অ  
ভ্যন্তরে এমন একটি বাতাবরণের সৃষ্টিকরে যেখানে ছাত্র-

ছাত্রীদের বিশ্বাসক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠে এবং দীক্ষা প্ৰাপ্তদের মাধ্যমে তাদের ও পরন্যস্ত দায়ী স্বপালনে তাদের  
করে তোলে সক্ষম। খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাস ও উপদেশাবলীর সমাহারের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত তাদের শিক্ষায়,

স্কুলগুলি, সকল মৌলিক ও স্বায়ী গুণাবলীর মধ্যে, সন্মানের আসনে স্থান দেবে বিবেকের ক্রমিক গঠনকে -  
এমনকি, ধর্মীয় গুণাবলীর উর্দ্ধে এবং, বিশেষকরে, উদার শীলতা, যাবলতে গেলে, সেই জীবন-  
দায়ী আত্মা যার দ্বারা এক গুণ-সম্পন্ন মানুষ রূপান্তরিত হয় খ্রীষ্টের মানুষ হিসেবে। খ্রীষ্ট-

ইতালি শিক্ষাদানের মূল কেন্দ্র - সেই আদর্শ যার অনুকরণে একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তার নিজের জীবনকে গ  
ড়ে তোলে। তাঁর কারণেই, কাথলিক স্কুলগুলি তাই অন্য সকল স্কুলগুলির থেকে ভিন্ন,

যারা শুধু মানুষ গঠনেই নিজেদের সীমিত রাখে। কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্যই হচ্ছে খ্রীষ্ট-

বিশ্বাসী মানুষ গড়ে তোলা এবং তাদের শিক্ষাদান ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে সকল অ-খ্রীষ্টান ভাই-

বোনদের কাছে তুলে ধরা খ্রীষ্টের নিগূঢ়-তত্ত্ব, যিনি সকল মানবীয় উপলব্ধির বাইরে। [Eph.3, 18-19]

কাথলিক স্কুলগুলিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে হবে অন্য সকল খ্রীষ্টিয় গোর্টি ও সংস্থাগুলির সাথে, যেমন,  
পরিবার, ধর্মপল্লি, খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়, যুবসমিতি,

ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের অন্যান্য অনেক কর্মক্ষেত্র ও আছে উপেক্ষা করা চলবে না

কারণ সেগুলি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস এবং বিভিন্ন ভাবে শিক্ষামূলক প্রভাব ফেলতে পারে। এই তথ্য কথিত

"সমান্তরাল স্কুল"-গুলির পাশাপাশি কিন্তু আমাদের আসল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি-

ই হচ্ছে এক সেই সক্রিয় শক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অত্যাশয়ক জ্ঞান শক্তিগুলির প্রণালী বদ্ধ গঠন করা হ  
য় এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে নিবিষ্ট করা হ

যকিছু পরিমাণ আত্মসংযম ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংগ দ্বারা উপস্থাপিত জিনিষগুলিকে  
বিবেক-

বুদ্ধি দিয়ে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। তাদের শেখানো উচিত কিভাবে এগুলির সমালোচনামূলক ও ব্যক্তিগত  
বিশ্লেষণ করতে হয়,

যেন সেসবের মধ্যে যাকিছু ভালভাবে ছেঁ নিয়ে তারা তাদের খ্রীষ্টিয় মানব সংস্কৃতিতে একীভূত করতে পারে।

## ১.৩.৪ ধর্মীয় শিক্ষা ও উপদেশ

উপরোক্তআলোচনাথেকেএটাস্পষ্টযেশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিনির্দিষ্টউদ্দেশ্য-

ইহচ্ছেপ্রণালীবদ্ধওতাৎপর্যপূর্ণভাবেসংস্কৃতিকে, বিশ্বাসেরআলোকে, বিস্তারকরাএবং, সেইসঙ্গে, বিশ্বাসওসংস্কৃতিতথাবিশ্বাসওজীবনেরএকাস্পীকরণেরমধ্যদিয়েখ্রীষ্টিয়গুণাবলীরশক্তিকেপ্রদর্শনকরা।

ফলস্বরূপ

,কাথলিকমন্ডলীদ্বারাপ্রচারিতমঙ্গলসমাচারেরশিক্ষারগুরুত্বসম্বন্ধেকাথলিকস্কুলগুলিবিশেষচেতন।নিঃসন্দেহে,

এটিশিক্ষাদানপ্রক্রিয়ারএকমৌলিকউপাদানযাশিক্ষার্থীদেরসাহায্যকরেএকদায়ীত্বপূর্ণওপ্রাঞ্জলজীবন ধারাসজ্ঞানেবেছেনিত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেধর্মশিক্ষাদেওয়ারসমস্তসমস্যাওঅসুবিধারমধ্যেপ্রবেশনাকরেও,

এটাজোরদিমেবলমায়মেএইধরণেরশিক্ষাশুধুমাত্রস্কুল-পাঠ্যক্রমের "ধর্ম-শিক্ষাক্লাসগুলি"-তেসীমাবদ্ধনারেখেতাকেস্পষ্টভাবেওপ্রণালীবদ্ধভাবেপ্রদানকরাউচিতযাতেসর্বজনীনসংস্কৃতিওধর্মীয় সংস্কৃতিসম্বন্ধেশিক্ষার্থীদেরমনেকোনোপ্রকারবিকৃতিনাঘটে।ধর্মীয়শিক্ষাওঅন্যান্যশিক্ষারমধ্যেমৌলিকপার্থক্যহচ্ছেযেধর্মীয়শিক্ষারউদ্দেশ্যশুধুমাত্রধর্মীয়সত্যেরপ্রতিবুদ্ধিবৃত্তিকসম্মতিজানানোয়বরংসেইসঙ্গেখ্রীষ্টেরব্যক্তিত্বেরপ্রতিনিজেকেসম্পূর্ণভাবেদায়বদ্ধকরা।

এটাস্বীকার্যযেধর্মীয়শিক্ষাদানেরসঠিকস্থানহচ্ছেপরিবারযাকেসাহায্যকরেঅন্যান্যখ্রীষ্টিয়সম্প্রদায়

,বিশেষকরেস্থানীয়ধর্মপল্লী।তবে,

কাথলিকস্কুলগুলিতেধর্মশিক্ষারগুরুত্বওপ্র

য়োজনীয়তাকোনোঅংশেইকমনয়।কারণএখানেইঅল্পব

য়স্কদেরবিশ্বাসেপরিপক্বতালাভকরতেসাহায্যকরাহয়।

শিশুমনোবিজ্ঞান,শিক্ষণবিজ্ঞানও,

বিশেষকরে,

ধর্মশিক্ষাপদ্ধতিরক্ষেত্রেউন্ন

য়নগুলিসম্বন্ধেকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেসর্বদাসজাগথাকাউচিত।উপযুক্তমাল্লিককর্তৃপক্ষেরস

কলনির্দেশসম্বন্ধেতাদেরওয়াকিবহালথাকাবিশেষভাবেদরকার।তাদেরসামর্থদ্বারা,

মন্ডলীরধর্মশিক্ষারপ্রেরণকার্যসমাধানে,

তাদেরকেসাহায্যকরতেহবে।সেইকারণেতাদেরকেসম্ভাব্যসর্বযোগ্যতমধর্মশিক্ষকনিয়োগকরাপ্র

য়োজন।

১.৩.৫শিক্ষিতখ্রীষ্টিয়সম্প্রদায়েরকেন্দ্রহিসেবেকাথলিকস্কুল

এইসকলকারণেরজন্যই, যারাশিক্ষাক্ষেত্রেখ্রীষ্টিয়মূল্যবোধপ্রকাশকরতেচায়,  
তাদেরমিলনক্ষেত্রহিসেবেকাথলিকস্কুলগুলিকেদেখাউচিত।অন্যান্যস্কুলগুলিরতুলনায়,  
কাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেএমনসম্প্রদায়হ  
মেউঠতেহবেযারমূলউদ্দেশ্যহচ্ছেসেইসবমূল্যবোধগুলিরবিস্তারমাসার্থকজীবন-  
ধারণেরজন্যএকান্তইপ্রয়োজন।তাদেরকাজকেদেখাহয়েথাকেখ্রীষ্টেরসাথেবিশ্বাস-  
সম্পর্কস্থাপনেরপ্রচেষ্টাহিসেবে - সেইখ্রীষ্টয়ারমধ্যেপূর্ণতাপায়সকলমূল্যবোধ।কিন্তু,  
বিশ্বাসপ্রধানতসংগঠিতহয়সেইসবমানুষেরসাথেসংস্পর্শেরমাধ্যমেযারাপ্রতিনিয়ততারসাক্ষ্যবহনক  
রেথাকে।আসলে, খ্রীষ্টিয়বিশ্বাসেরজন্মওবৃদ্ধিঘটেকোনসম্প্রদায়েরঅভ্যন্তরেই।

খ্রীষ্টবিশ্বাসেরপ্রকৃতগতকারণেইকাথলিকস্কুলগুলিতেএইগোষ্ঠীমূলকদিকটিদরকারপরে।মানুষবাশি  
ক্ষাদানপদ্ধতি, যাপ্রায়সবস্কুলেইসমানথাকে, তারওপরএইপ্র  
য়োজনটিনির্ভরনয়।কোনোকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানইএকক-ভাবেতারশিক্ষা-  
সংক্রান্তভূমিকাপর্যাপ্তরূপেপালনকরতেপারেনা।তাকেসবসময়ইপ্রতিপালিতওউদ্দীপিতহতেহ  
য়তারনিজেরজীবনেরউৎসথেকে, পবিত্রধর্মগ্রন্থেপ্রকাশিতখ্রীষ্টেরপরিচয়বাণীশুনে,  
উপাসনিকওপবিত্রসংস্কারাদিরঐতিহ্যথেকেএবংসেইসবমানুষেরঅতীতওবর্তমানঅভিজ্ঞতাথেকেযা  
রাঐশবাণীরসাক্ষ্যবহনকরেচলেছে।

মঙ্গলসমাচারেরসাথেঅবিরতযোগাযোগএবংখ্রীষ্টেরসাথেনিয়মিতসাক্ষাতকারনাহলেকাথলিকস্কুল  
গুলিতাদেরউদ্দেশ্যইহারিয়েফেলবে।খ্রীষ্টেরকাছথেকেইতারা তাদেরশিক্ষাদান-  
সংক্রান্তসকলকাজেরকর্মশক্তিপেয়েথাকে।এইভাবে, তারা স্কুলসম্প্রদায়েরমধ্যে  
"সৃষ্টিকরেএমনএকটিবাতাবরণযামঙ্গলবার্তারভালবাসাওস্বাভাবিকতায়পরিব্যস্ত  
"।এইপরিবেশেইশিক্ষার্থীরাব্যক্তিসেবেতাদেরমর্মাদাসঙ্কেঅভিজ্ঞতাপেয়েথাকে।মানুষওঈশ্বরেরদা  
বিরপ্রতিবিশ্বস্তথেকে,  
কাথলিকস্কুলগুলিতাইমানুষেরমুক্তিরজন্যতাদেরঅবদানরেখেযায়।মানুষকেতারভাগ্যানুসারেএমন  
একজনকরেগড়েতোলেযেসদাঈশ্বরেরসাথেকথোপকখনকরে,  
যেঈশ্বরেরভালবাসারজন্যসদাউপস্থিত।

"এইসহজধর্মীয়মতবাদইঅস্তিত্ববাদী, খ্রীষ্টিয়দর্শনশাস্ত্রেরভিত্তি-প্রস্তর।এটা-  
ইহচ্ছেকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরকাজেরমূলভিত্তি।" শিক্ষাদানেরলক্ষ্যক্ষমতাদখলনয়।বরং,  
মানুষ, ঘটনাওবস্তু,

এংএগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পূর্ণ উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি। জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র পার্থি  
বসমুদ্রিও সাফল্য লাভের উপায় নয়,  
বরং শিক্ষা হচ্ছে অন্যদের সেবা করা ও তাদের প্রতিদায়ী হওয়া এবং আরও একটি আহবান।

### ১.৩.৬ কাথলিক স্কুলগুলিতে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য দিক

কাথলিক সম্প্রদায় তাদের যুবক-যুবতীদের বিশ্বাস গঠন কাথলিক স্কুলের মাধ্যমে করা বানাকরাক,  
কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন কোনো মতে ইবিভেদ জনক বা অহঙ্কৃতন  
য়। কোন প্রভেদ বা মতনৈক্যে আরও অধিক তরনাকরে,  
তারাবরং চেষ্টা করে অন্যের সাথে সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপন করতে। তারা অন্যদের কাছে নিজেদের উ  
ন্মুক্ত করে এবং অন্যদের চিন্তা-ধারা ও জীবন-  
ধারাকে সম্মান করে চলে। তারা সবার সাথে ভাগ করে নিতে চায় তাদের উদ্বিগ্ন-আশঙ্কা, তাদের আশা-  
প্রত্যাশা, ঠিক যেমন তারা ভাগ করে নেয় তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর ভাগ্য।

যেহেতু তারা খ্রীষ্টিয় ভাবাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ,  
সেই কারণে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ওঠা এক ন্যায়বান সমাজ গ  
ড়ে তোলা আহবানের প্রতি বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল এবং সেই উদ্দেশ্য সার্থক করতে সদা সচেষ্ট। স্থানীয়  
কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও,  
তারা কিন্তুন্যায় বিচারের দাবি জানাবার সাহসী শিক্ষাদিতে পিছপাহয়না। বরং তারা চেষ্টা করে,  
স্কুলের নিত্যকার জীবনে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় এই সব দাবি প্রয়োগ করতে। কিছু দেশে,  
স্থানীয় আইন ও আর্থিক অবস্থার কারণে, কাথলিক স্কুলগুলিকে পাল্টা-সাক্ষ্য দেবার বুকি বহন করতে হ  
য় অধিকতর ধনী পরিবার থেকে আসা ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি নিয়ে। আর্থিক ভাবে স্ব-নির্ভর হওয়ার প্র  
য়োজনে স্কুলগুলি এই পদক্ষেপ নিয়ে থাকতে পারে। কাথলিক শিক্ষা দানে যারানিমুক্ত,  
তাদের কাছে অবস্থা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন জনক কারণে কাথলিক মন্ডলী তার শিক্ষা মূলক সেবাসর্বপ্রথম ও সর্বাপে  
ক্ষাতাদেরকে প্রদান করে "যারা গরীব,  
দুঃস্থ যারা পরিবারের সাহায্য ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত অথবা যারা বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরে গেছে"  
। যেহেতু শিক্ষা কোন ব্যক্তিবানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর একটি উপায়,  
সেই কারণে কাথলিক স্কুলগুলি যদি মুখ্যত বিত্তবান শ্রেণী সমূহ থেকে আসা ছেলে-  
মেয়েদের দিকে মনোনিবেশ করে,  
তাহলে সেই বিশেষ শ্রেণীর লোকদের তাদের সুবিধাজনক অবস্থার জায়গা খতে সাহায্য করবে যাহবে এক  
ন্যায় সমাজ গড়ে তোলার পরিপন্থি। b

এটা পৰিষ্কাৰে যে এমন চাহিদা পূৰ্ণ শিক্ষানীতি-

তে সকল অংশ গ্ৰহণকাৰীকে ই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজে দেৱদায় বন্ধ কৰতে হবে। এটিকে কাৰওও পৰআৰোপক  
বা বাচা পানো মাৰে না,  
বৰং একটি সঙ্ঘা বনাও সুন্দৰ উপকাৰী সুযোগ হিমে বেদে খাতে হৰে খাতে কেউ তা প্ৰত্যাখ্যান কৰতে না পারে  
। অবশ্য, এটিৰ অস্তিত্ব প্ৰদান কৰতেও তা কেবজায় রাখাৰ সামৰ্থ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গুলিৰ থাকাদৰকাৰ।

## ১.৩.৭ মন্ডলী ও সমাজেৰ প্ৰতি সেৱা হিমে বে কাথলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান

সুতৰাং, কাথলিক স্কুল সম্প্ৰদায় তাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ও অন্যান্য সদস্য, এমন কি,  
সমাজেৰ প্ৰতি সেৱাৰ এক অ পূৰনীয়া উৎস। আজকাল বিশেষ ভাবে আমৰা এমন এক জগত কেদে খতে পাইয়া  
সাৰাষ্ৰংগ সংহতিৰ জন্য চৈঁচামে চিকৰে অখচ সেই সঙ্গেনিত্যন তুন ধৰণেৰ আত্ম কেন্দ্ৰিকতা অনুভব কৰে।  
কাথলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গুলি খেকে তাই বৃহত্তৰ সমাজ শিখতে পারে কি ভাবে যৌথ প্ৰচেষ্টায়,  
সকলেৰ ভালৰ জন্য, এক সত্যিকাৰেৰ মানব সম্প্ৰদায় গ  
ডেতোলা সঙ্ঘ। তা ছাড়া আজকেৰ এই বহু জাতিক সমাজে,  
কাথলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গুলি শিক্ষা জগতে তা দেৰ প্ৰতিষ্ঠানিক উপস্থিতি বজায় রেখে,  
তা দেৰ নিছক অস্তিত্বেৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰে, মানব জাতীৰ সকল সমস্যা সমাধানে,  
বিশ্বাসেৰ সমৃদ্ধিকাৰ ক শক্তিকে। সৰ্বোপৰি, কাথলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গুলি আহত হযেছে, মানব-  
পৰিবাৰেৰ মঙ্গলার্থে বিদ্যালয় ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপাৰে মুক্ত খেকে, মন্ডলীৰ প্ৰতি এক প্ৰেমম  
য সেৱাৰ প্ৰতি দান দিতে।

এই ভাবেই, কাথলিক প্ৰতিষ্ঠান গুলি সম্পাদন কৰে এক "অকৃত্ৰিম প্ৰৈৰিতিক কাজ " "  
। সুতৰাং এই প্ৰৈৰিতিক কাজে যুক্ত থাকামানে  
"মন্ডলীৰ জন্য এক অনন্য ও অমূল্য প্ৰৈৰিতিক কাজ সম্পাদন কৰা " ।

## ১.৪ বৰ্তমান যুগে কাথলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গুলিৰ দায়ীত্ব

কাথলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গুলিৰ প্ৰধান সমস্যা হছে তা দেৰ প্ৰেৰণ কাৰ্য সুসম্পন্ন কৰতে প্ৰ  
য়োজনীয় শৰ্ত গুলি চিহ্নিত ও নিৰ্ধাৰণ কৰা। অতএব, এটি এমন একটি সমস্যাৰ সমাধানেৰ জন্য প্ৰ

য়োজনস্পষ্টওইতিবাচকচিন্তা-ভাবনা,

সাহসিকতা,

অধ্যবসায়ওসহযোগিতা।সমস্যারভেতরওবাইবেরবহরদেখেঅথবাতারঅন

ড়ওপুরোনোম্লোগানেঅভিভূতহ

যেপড়লেসেইসমস্যাগুলিকিন্তুশেষপর্যন্তকাথলিকস্কুলগুলিরইবিলুপ্তিঘটাতেপারে।এগুলিরকাছেসমর্প  
নকরামানেএকপ্রকারআত্মঘাতীহওয়া।বিদ্যালয়ওশিক্ষাক্ষেত্রেমন্ডলীরনামমাত্র-  
প্রতিষ্ঠানিকউপস্থিতিরমতআমূলপরিবর্তনেরপক্ষপাতীহওয়াওকিন্তুএকবিপদজনকবিভ্রম।

একবিশালমূল্যওত্যাগস্বীকারেরমধ্যদিয়ে ,আমাদেরপূর্বপুরুষেরা,মন্ডলীরশিক্ষায়অনুপ্রাণিতহ  
যে,আমাদেরস্কুলপ্রতিষ্ঠানগুলিস্বাপনকরেছিলেনমানবজাতীরউন্নতিকল্পেএবংসময়ওস্থানেরপ্র  
য়োজনেসাড়াদিতে।তাদেরনিজস্বঅপর্যাপ্ততাস্বীকারকরেনিয়েও,

কাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকিন্তুআজওতাদেরএইসেবাদায়ীত্বপালনকরেচলেছে।যেমনঅতীতেছিল,  
তেমনআজওকিছুকাথলিকনাম-ধারিবিদ্যালয়ওশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,শিক্ষারমূলমন্ত্র  
যাতাদেরবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যহওয়াউচিতছিল,তারসঙ্গেসংগতিপূর্ণনয়।যারফলেতারাব্যর্থহ  
যেছেতাদেরকর্তব্যসম্পন্নকরতে,

যামন্ডলীওসমাজতাদেরকাছথেকেপ্রত্যাশাকরেথাকে।যেসবঅসুবিধারমধ্যেদিয়েআমাদেরকাথলিক  
স্কুলগুলিপরিশ্রমকরেথাকে,সেগুলিরসম্পূর্ণঅনুসন্ধাননাকরেও,  
এখানেকমেকটিপ্রস্তাবদেওয়াহল,এইআশায়যেসেগুলিসংস্কার-  
সাধনেরসাহসীসিদ্ধান্তনিতাপ্রেরণাজোগাবে।

যেসকলকাথলিকভক্তজনকোনশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেকাজকরে,

তাদেরমধ্যেপ্রায়শইযেমৌলিকঘাটতিদেখায়,

তাহলকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরস্বরূপতাসম্বন্ধেস্পষ্টধারণাএবংএইঅনন্যতারসকলপরিণামসাহ  
সিকতারসাথেগ্রহণকরারক্ষমতা।এটাঅনস্বীকার্যযেকোনকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেকাজকরাআগের

চাইতেআরওঅনেকবেশীকঠিন,

অনেকবেশীজটিল।বিশেষকরেআজকেরযুগে,

যখনখ্রীষ্টধর্মদাবিকরেনতুনপরিচ্ছদপরিধানকরতে,

যখনবিভিন্নপ্রকারপরিবর্তনউপস্থাপনকরাহচ্ছেমন্ডলীতেওআমাদেরধর্মনিরপেক্ষসমাজে, এবং,

আরওবিশেষভাবে,

যখনবহুবাদীমানসিকতাআমাদেরখ্রীষ্টীয়মঙ্গলবার্তারবাণীকেকরেতুলছেক্রমশঅপ্রাসঙ্গিক।

এইকারণেইকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরশিক্ষা-

সংক্রান্তলক্ষ্যগুলিরপ্রতিবিশ্বস্ততাদাবিকরেপ্রতিনিয়তআত্ম-

সমালোচনাএবংশিক্ষারমূলমন্ত্রেফিরেমাওয়া,

যেউদ্দেশ্যেরকারণেইমন্ডলীশিক্ষাজগতেজড়িতহ

য়েছে। এগুলিসমকালীনসমস্যারসমাধানেকোনোতাৎক্ষণিকউত্তরজোগায়না,  
বরংসমস্যাসমাধানেরদিকনির্গমকরেদেয়।

এব্যাপারেবিবেচনাকরাউচিত, নতুনশিক্ষণ-বিজ্ঞানেরঅন্তর্জ্ঞানঅর্জনএবং, যারাজাতি-ধর্মনির্বিশেষে,  
সংভাবেমানবজাতিরসত্যিকারেরউন্নয়নেরজন্যকাজকরছে,  
তাদেরসাথেসহযোগিতাকরা। যদিওখ্রীষ্টিয়একতারজন্য, সর্বপ্রথমওসর্বাগ্রে,  
এইসহযোগিতাকরাউচিত, সকলখ্রীষ্টিয়সম্প্রদায়দ্বারা পরিচালিতশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরসাথে,  
তবেরাজ্যেরঅন্যান্যস্কুলগুলিরসাথেও এইসহযোগিতাঅত্যন্তজরুরি। শিক্ষকদেরসভা-  
সমাবেশওপারস্পরিকগবেষণাছাড়াও, শিক্ষার্থীগণওতাদেরপরিবারেরমধ্যেএইআদান-  
প্রদানপ্রসারিতকরায়।

উপসংহারে,

এটাআরেকবারউল্লেখকরায়যেবিভিন্নদেশেরআইনগতওঅর্থনৈতিকব্যবস্থারজন্যবহুসমস্যাওঅসু  
বিধারউদ্ভবহয়েথাকেযাখ্রীষ্টিয়শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরকাজকেবিল্বিতকরে,  
বিভিন্নসামাজিকওঅর্থনৈতিকস্তরেরসকলমানুষেরকাছেতাদেরসেবাপৌছানোরকাজকেব্যাহতকরে  
এবংতাদেরবাধ্যকরেএমনব্রাহ্মধারণারজন্মদিতেযেতারাশুধুমাত্রবিত্তজনদেরজন্যইশিক্ষাদানকরে।

## CBCI ( কাথলিকবিশপসকলফরেন্সঅফইন্ডিয়া ) -এরশিক্ষানীতি

শিক্ষাদানেরমূলউদ্দেশ্যইহচ্ছেশিক্ষার্থীদেরজীবন-যাপনকরতেশেখানো,  
জীবনেরআসলমানেওসর্বোত্তমকৃষ্ণতাআবিষ্কারকরা, অন্যসকলেরসাথেমতবিনিময়ওমলামেশাকরা,  
জগত-সৃষ্টিকেভালবাসতেশেখা, স্বাধীনওসমালোচনামূলকচিন্তা-ভাবনাকরা,  
নিজেরসকলকর্মেআত্মতুষ্টিপাওয়াএবংভবিষ্যৎপরিবর্তনকরা। এইশিক্ষারমধ্যেএবংমাধ্যমেইআমরা  
আরোমানবীয়ওমানবিকভবিষ্যৎওআরোবৈরিতামুক্তসমাজআশাকরতেপারি।

বিশেষপ্রচেষ্টাচালানোউচিতযেনশিক্ষার্থীরা :

- ১) নিজেদেরজন্যস্বাধীনওসমালোচনামূলক-ভাবেচিন্তা-ভাবনাকরা;
- ২) মানবীয়সমস্যারসমাধানেরজন্যজ্ঞানঅন্বেষণ, প্রসারওপ্রয়োগকরা;
- ৩) সকলক্ষেত্রেউৎকর্ষতালাভেউদ্যমীহওয়া;
- ৪) আধ্যাত্মিক-ভাবেসজাগ, পরিণতওচরিত্রবাণমানুষহয়েওঠা;
- ৫)

নিজেদেরস্বাধীনতাকেমূল্যদেওয়াওবিচক্ষণতারসাথেব্যবহারকরাএবংনিজেরসকলকাজেরপূ  
র্ণদায়িত্বনেওয়া;

- ৬) আদর্শের সম্পষ্টধারগারাখাওসেশুলিরপ্রতিদূচথাকাএবংকার্যেসাহসীহওয়া;  
 ৭) নিঃস্বার্থভাবেসকলেরজন্য,বিশেষকরেয়ারাগরীব-দুস্থওসামাজিকভাবেনিপীড়িত,  
 তাদেরকল্যাণেহাতবাড়িয়েদেওয়া; এবং  
 ৮) নিজেদেরপরিস্থিতিতেই, সামাজিকপরিবর্তনেরদূতহওয়া।

প্রকৃতগতভাবে, শিক্ষাএকটিকপাল্তরকারীপ্রক্রিয়া,  
 যারদ্বারামানুষেরপরিবর্তনঘটেএবংমানুষেরপরিবর্তনেরসাথেসাথেসমাজওতারকাঠামোরকপাল্তর  
 ঘটে।এইরূপপাল্তরপ্রক্রিয়াআসলেএকটিআধ্যাত্মিক,  
 মুক্তিদানওমানবিকীকরণপ্রক্রিয়াযাশিক্ষাদানেরমূলউদ্দেশ্য। "শুণগতশিক্ষা"-  
 ইহচ্ছেমানুষওদেশেরসামাজিক-সাংস্কৃতিকওঅর্থনৈতিকউন্নয়নেরআসলপ্রবেশ-  
 দ্বার।শিক্ষারএকসংস্কৃতায়নভূমিকার  
 মেছে।শিক্ষারদ্বারাসংবেদনশীলতাওউপলক্ষিতমতারউন্নতকরায়াদ্বারাদেশেরএকতালভেনিজে  
 রঅবদানরাখায়।একবিজ্ঞানসম্মতমানসিকতাএবংমনওআত্মারস্বাধীনতাবজায়রেখেআমাদেরদে  
 শেরসংবিধানেউল্লেখিতসাম্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাওগণতন্ত্রেরসবলক্ষ্যকেএগিয়েনিয়েয়াওয়া।  
 (National Policy on Education, 1986, 2.2 )

## ভাগ২ :আলোওছায়াপরিস্থিতি

### ২.১আলোপরিস্থিতি

- ❖ কলিকাতামহাধর্মপ্রদেশে, প্রাথমিক,মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, নিয়ে,  
 মোট৯৭টিস্কুলআছে।এছাড়া, দুটিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানওদুটিকলেজআছে।
- ❖ সাম্প্রতিককালেবিভিন্নপর্ষদপরিচালিতপরিষ্কাগুলিতেপ্রায়৯৫% কাথলিকছাত্র-ছাত্রীউত্তীর্ণহচ্ছে।
- ❖ বেশীরভাগকাথলিকস্কুলগুলিতেমাসেরপ্রথমশুরুবারেখ্রীষ্টয়াগউৎসর্গকরাহয়।
- ❖ বেশীরভাগস্কুল-ইবাৎসরিকনির্জন-ধ্যানপ্রার্থণারআয়োজনকরে।
- ❖ খ্রীষ্ট-জন্মেরআগমনীমিসা, মামারীয়ারমুকুট-ধারণপর্বদিবসপালনএবংYCS, CLC-  
 রবিভিন্নকার্যক্রমওস্কুলগুলিতেআয়োজনকরাহয়।
- ❖ কিছুকিছুস্কুলেরকর্তৃপক্ষতাদেরকাথলিকছাত্র-ছাত্রীদেরবিষ  
 যেআরওবিশেষভাবেজানতেওপরিচালিতকরতেতাদেরবাড়ীতেগিয়েসাক্ষাতকরে।



- ❖ মহাধর্মপ্রদেশেরবিভিন্নকাথলিকওখ্রীষ্টিয়স্কুলেরঅধ্যক্ষওপ্রধানশিক্ষক-শিক্ষীকারানিয়মিত-ভাবেমিলিতহন।
- ❖ কাথলিকস্কুলগুলিধর্মপল্লিরসকলশিশুদেরপ্রাথমিকস্তরেভর্তিনিয়েথাকে।
- ❖ উচ্চস্তরেরএকাদশশ্রেণীওকলেজেরভর্তিরনিয়মেকাথলিকছাত্র-ছাত্রীদেরজন্যন্যুন্নতমযোগ্যতারজন্যছাড়দেওয়াহয়।
- ❖ স্কুলথেকেসুযোগ্যছাত্র-ছাত্রীদেরস্পনসরশিপ,ছাড়, বই-পত্র, ইউনিফর্মএবং,কিছুক্ষেত্রে, মধ্যাহ্ন-ভোজদিয়েসাহায্যকরাহয়।
- ❖ পড়াশুনায়পিছিয়েপড়াছাত্র-ছাত্রীদেরজন্যবেশীরভাগস্কুলেইবিশেষক্লাসনেওয়াহয়এবংউচ্চক্লাসেউত্তরণেরক্ষেত্রেবিবেচনাকরাহয়।
- ❖ মাঝপথেস্কুলছেড়েদেওয়াকাথলিকছাত্র-ছাত্রীদেরসংখ্যাঅনেকটাইকমেছে।এমনকি, কিছুকাথলিকছাত্র-ছাত্রীঅন্যান্যস্কুলছেড়েমিশনারীস্কুলগুলিতেভর্তিনিয়েশিক্ষাপর্ষদগুলিরপরিক্ষায়উত্তীর্ণহচ্ছে।
- ❖ অভিভাবকেরাওআমাদেরস্কুলগুলিরশিক্ষাপদ্ধতিওনিয়মানুবর্তিতানিয়েসকুট্ট।
- ❖ যেসবস্কুলেআবাসিকব্যবস্থাআছে, সেখানেকাথলিকছাত্র-ছাত্রীদেরভর্তিরব্যাপারেপ্রাধান্যদেওয়াহয়।
- ❖ বেশীরভাগমিশনারীস্কুলেরশিক্ষক-শিক্ষীকারাছাত্র-ছাত্রীদের, বিশেষকাথলিকছাত্র-ছাত্রীদের, তাদেরবিভিন্নসমস্যারবিষয়েপরামর্শদিয়েসাহায্যকরেন।কাথলিকপিতা-মাতাদেরওতাদেরসমস্যাসমাধানেএইস্কুলগুলিসাহায্যকরেথাকে।
- ❖ কিছুকিছুমিশনারীস্কুল, অভিভাবকওবিশেষজ্ঞদেরসাহায্যনিয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদেরতাদেরপেশাওজীবিকাৰেছেনিতেসাহায্যকরে।
- ❖ আমাদেরমিশনারীস্কুলগুলিভারতীয়সংস্কৃতিসম্বন্ধেঅত্যন্তসংবেদনশীল।ভারতীয়সাংস্কৃতিকঐতিহ্যেরবহুমুখিতাসম্বন্ধেছাত্র-ছাত্রীদেরসচেতনকরতেবিভিন্নজাতীয়উৎসবগুলিযথাযথমর্যাদারসাথেস্কুলগুলিতেপালনকরাহয়।
- ❖ মাতৃ-দিবস, Grandparents দিবস, পরিবার-দিবস, Anglo-Indian দিবস-এরমতবিশেষদিনগুলিওছাত্র-ছাত্রীদেরঅবগতিরজন্যস্কুলগুলিতেপালনকরাহয়।

- ❖ কাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেশিক্ষক-শিক্ষীকাওঅন্যান্যসহায়কপদেনিয়োগে,কাথলিকদেরপ্রাধান্যদেওয়াহয়।
- ❖ অন্যান্যদুস্থওগরীবছাত্র-ছাত্রীরাওআমাদেরস্কুলগুলিথেকেআর্থিকসাহায্যপেয়েথাকে।
- ❖ আমাদেরস্কুলগুলিজাতীয়ঐক্যওসংহতিগড়েতুলতেসাহায্যকরে, কারণবিভিন্নপরিবেশওধর্মীয়ঐতিহ্যথেকেআসাছাত্র-ছাত্রীরাএকসাথেথেকেভারতীয়নাগরিকহিসেবেগড়েওঠে।
- ❖ আমাদেরবহুস্কুলেমূল্যবোধেরশিক্ষাদিয়েথাকে।
- ❖ মোটেরওপর, আমাদেরকাথলিকস্কুলগুলিকে, তাদেরশিক্ষারশুণ্যগতমানেরবিচারে, জগৎসাধারণএকবিশেষসম্মতেরচোখেদেখে।
- ❖ আমাদেরকাথলিকস্কুলগুলিবহুমহানওবিশিষ্টব্যক্তিত্বপ্রস্তুতকরেছেযাঁরাসমাজওদেশগড়ারকাজেবিশেষঅবদানরেখেছেন।

## ২.২ ছায়াপরিষ্কৃতি

- ❖ আমাদেরস্কুলগুলিশিক্ষায়তনিকহওয়ারকারণে,ছাত্র-ছাত্রীওকর্মচারীদেরআধ্যাত্মিকগঠনেবিশেষনজরদিতেপারেনা।
- ❖ কাজেরভারেএবংবর্তমানপ্রতিযোগিতা-মূলকপ্রবণতায়আমাদেরস্কুলগুলিরঅধক্ষ্য-অধক্ষ্যাদেরপ্রশাসনিকবিষয়েবেশিনজরদিতেহচ্ছে, যারফলেপালকীয়বিষয়গুলিউপেক্ষিতহয়েপড়েছে।
- ❖ কিছুস্কুলেরমাইনেবেশীহওয়ারকারণে, অনেককাথলিকছাত্র-ছাত্রীরাসেইসবস্কুলেভর্তিহতেপারেনা।
- ❖ অনেকঅভিভাবকদেরকিছুবিশিষ্টওপছন্দেরস্কুলেতাদেরসন্তানদেরভর্তিকরারমোহথাকে, কিন্তুসেটাসবসময়সম্ভবহয়েওঠেনা।
- ❖ যেখানেপিতা-মাতাদুজনেইকর্মরত,সেইসবকাথলিকসন্তানেরাপড়াশুনারব্যাপারেবাড়ীতেসেরকমউৎসাহপায়না।

❖ পড়াশুনাকাররোজকারঅভ্যাসগ

ড়াএবংস্কুলেনিমিতভাবেউপস্থিতথাকারজন্যপিতামাতারকাছথেকেসেরকমউৎসাহনাপাওয়া, আমাদেরকাথলিকছাত্র-ছাত্রীদেরখারাপফলেরএকবিশেষকারণ।

❖ কিছুকিছেকাথলিকছাত্র-

ছাত্রীরাআমাদেরশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরশিক্ষাদানেরসুবিধাগুলিপূরোপুরিসদব্যবহারকরেনা।

❖ আশানুরূপফলনাকরায়অনেককাথলিকছাত্র-ছাত্রীদের ( ) দেওয়াহ

য়েথাকে।সেইজন্যপ্রাথমিকস্তরেরক্লাসগুলিরতুলনায়মধ্যওউচ্চশিক্ষাস্তরেরক্লাসগুলিতেকাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদেরসংখ্যাঅনেককম।

❖ স্কুলপ্রশাসনওঅভিভাবকদেরমধ্যেসুষ্ঠুসম্পর্কেরঅভাব।

❖ কিছুকাথলিকশিক্ষক-শিক্ষিকারাতাদেরস্কুলেরকাথলিকছাত্র-

ছাত্রীদেরপরামর্শদিতেওপরিচালিতকরতেচায়না।অনেকেইতাদেরনির্দিষ্টকাজেরওসম মসীমারবাইরেঅতিরিক্তকিছুকরতেচায়না।

❖ পড়াশুনাবাস্কুলছেড়েদেওয়াছেলে-

মেয়েদেরজন্যসেরকমকোনবৃত্তিমূলকবাপেশাগতপ্রশিক্ষণেরব্যবস্থানেই।

❖ সরকারথেকেদেওয়াবৃত্তির ( )

ব্যাপারেসচেতনতানাথাকায়ওমন্ত্রলীথেকেওসেরকমকোনসাহায্যনাপাওয়ারজন্যকাথলিকছাত্র -ছাত্রীরাউচ্চশিক্ষারজন্যসরকারিসাহায্যথেকেবঞ্চিতথাকে।

❖ ছাত্রাবাসবাছাত্রীনিবাসেরসংখ্যাখুবইকম।এছাড়া,

কিছুকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানতাদেরআবাসিকব্যবস্থাবন্ধকরেদিয়েছে।

❖ কলিকাতামহাধর্মপ্রদেশেশুধুমাত্রদুটিকাথলিকওদুটিখ্রীষ্টিয়কলেজআছে,

মায়থের্ঠন

য়।সীমিতসংখ্যকআসনথাকারকারণেএবংসেইসঙ্গেনিম্নমানেরফলাফলেরকারণেবহুকথাথলিকছাত্র-ছাত্রীরাএইকলেজগুলিতেসুযোগইপায়না।

- ❖ গ্রীষ্মবাপূজারমতছুটিগুলিরসময়কোনসেমিনারবাপ্রশিক্ষণশিবিরআয়োজনকরাহ  
য়না।আরহলেও, সেগুলিতেপিতা-মাতাদেরসহযোগিতাপাওয়াযায়না।
- ❖ প্রশিক্ষিতওউপযুক্তশিক্ষক-শিক্ষিকাদেরঅভাবেকিছুস্কুলওপ্রাদেশিককেন্দ্রগুলিতেছাত্র-  
ছাত্রীদেরসঠিকপরামর্শদেওয়াহয়না।
- ❖ কিছুস্কুলওকলেজপেশাওজীবিকারব্যাপারেসুযোগকরেদিলেও,  
বেশীরভাগস্কুলওকলেজেএরকমকোনসুযোগছাত্র-  
ছাত্রীবা তাদেরঅভিভাবকদেরজন্যআয়োজনকরেনা।
- ❖  
খ্রীষ্টিয়সম্প্রদায়দ্বারা পরিচালিত বেশ কিছু উৎকৃষ্ট মানের স্কুল ও কলেজ এই শহরে থাকাসত্বেও খুব  
অল্প সংখ্যক কাথলিক ছাত্র-  
ছাত্রী রাউন্ড শিক্ষার অন্বেষণ করে থাকে যার মাধ্যমে তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়  
য়গুলিতে শিক্ষক বা অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা করতে পারে।
- ❖ আমাদের কাথলিক স্কুলগুলি ঐশ্বাণী প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে নি।
- ❖ আমাদের বহু পিতামাতা অভিজাত স্কুলের প্রতিমোহিত হ  
য়ে এবং তাদের সেই পদক্ষেপের তাৎপর্য পুরো পুরিউপলক্লিনাকরেই,  
সেই সব প্রতিষ্ঠানে তাদের সন্তানের ভর্তি করায়।
- ❖ অনেক সম  
য় অভিভাবকেরা তাদের পছন্দের স্কুলে তাদের সন্তানের ভর্তি করতে না পেরে তাদের অন্য অ-  
কাথলিক বা অ-খ্রীষ্টান স্কুলে ভর্তি করার ফলে তাদের ছেলে মেয়েদের বিশ্বাস-গঠন ইবি পল্ল হয়ে প  
ড়ে।

## ভাগ ৩ : লক্ষ্য নির্ধারণ

- ❖ কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজ পরিবর্তন ও রূপান্তরের দূত হয়ে উঠতে হবে।

- ❖ সকলকাথলিকসন্তান,বিশেষকরে, সকলকাথলিকভক্তগণ,  
যেনন্যনতমদ্বাদশশ্রেণীপর্যন্তশিক্ষালাভকরে, তাসুনিশ্চিতকরতেহবে।
- ❖ কাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিয়েনসার্বিকওসম্পূর্ণশিক্ষাদানেনিযুক্তথাকে, তানিশ্চিতকরতেহবে।
- ❖ আমাদেরকাথলিকস্কুলগুলিয়েনযাজকত্বওধর্মরত্নীগড়ারএকএকটিকেন্দ্রহয়েউঠতেপারে।
- ❖ আমাদেরশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিয়েনবৃহত্তরসমাজ,  
বিশেষকরেআমাদেরকাথলিকসম্প্রদায়েরসেবায়সর্বদানিযুক্তথাকে।
- ❖ প্রতিটিডীনারীতেযেনঅনুতএকটিকলেজস্থাপনকরাহয়।

## ভাগ৪ :কর্মক্রিয়াপরিবর্তনা

- ❖ সকলকাথলিকভক্তগণ,  
সকলকাথলিকস্কুলগুলিকেসর্বভারতীয়কাথলিকশিক্ষানীতি২০০৭এবংকলিকাতামহাধর্মপ্রদে  
শেরশিক্ষা-  
সম্বন্ধীয়পালকীয়পরিবর্তনারসবধারাওশর্তেরব্যাপারেসেমিনারওআলোচনাসভারমাধ্যমেসচে  
তনকরেতোলা।
- ❖ আমাদেরশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরসকলপ্রধানশিক্ষকওঅধ্যক্ষদেরজন্য "Right to Free and  
Compulsory Educatio Act 2009 -এরওপরসেমিনারআয়োজনকরা।
- ❖ কোনোকাথলিকছাত্র-ছাত্রীরভর্তিরআবেদনযেননাকচনাহয়,  
তাসকলকাথলিকস্কুলওকলেজগুলিকেনিশ্চিতকরতেহবে।
- ❖ গরীবছাত্র-  
ছাত্রীদেরপড়াশুনাচালিয়েযাবারজন্যআর্থিকসাহায্যেরসংস্থানসকলস্কুলকেকরাউচিত।
- ❖ সকলশিক্ষক-শিক্ষিকাকে, বিশেষকরেযারাকাথলিক,  
স্কুলেরওমন্ডলীরশিক্ষানীতিসম্বন্ধেসচেতনহতেএবংমন্ডলীরঅন্যান্যকাজকর্মেঅংশগ্রহণকরতেতা  
দেরউৎসাহিতকরা।

- ❖ বছরে অন্তত একবার, সকল ক্যাথলিক পিতামাতা, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন সভার আয়োজন করা।
- ❖ ক্যাথলিক Teachers' Guild-এর সহযোগিতায়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য Orientation প্রোগ্রাম-এর আয়োজন করা যাতে তারা পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত হয়।
- ❖ নিজ নিজ স্কুল দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মন্ডলীর বিভিন্ন কাজ কর্মে যোগ দান করতে উৎসাহিত করা।
- ❖ শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্ডলীর উন্নয়নে নিজেদের অবদান রাখতে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরো সংবেদনশীল ও অনুপ্রাণিত করতে ক্যাথলিক Teachers' Guild-এর সহযোগিতায় সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- ❖ স্কুলে নিযুক্ত সকল নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য, তাদের কাজে যোগ দানের ৬ মাসের মধ্যে, Orientation সেমিনারের আয়োজন করার দ্বারা তাদের মধ্যে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার মূল্যবোধগুলি প্রোথিত করা যায়।
- ❖ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের তাদের কাজ ও মন্ডলীতে তাদের অবদানের জন্যে পুরস্কৃত করা।
- ❖ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পেশাগত উপদেশের প্রোগ্রাম আয়োজন করা।
- ❖ প্রতিটি ধর্ম পল্লিতে যুবক মিশন-এর সহযোগিতায় নেতৃত্ব দান শিবির, নির্জন, পেশাগত উপদেশ, সেমিনার ও অন্যান্য কার্যক্রম আয়োজন করা।
- ❖ পড়াশুনা দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের আরো কঠিন পরিশ্রম করতে ও স্কুলের সব সুযোগ-সুবিধার পুরো সদব্যবহার করতে উৎসাহিত ও পরিচালিত করা।
- ❖ সুযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক ও অন্যান্য পার্থিব সাহায্য দিয়ে সহায়তা করা।
- ❖ পরিবার (Family) ও ভক্ত জনসাধারণদের (Laity কমিশন-এর সাহায্যে স্কুল ও ধর্ম পল্লিতে পিতামাতাদের জন্য পরামর্শ-দানের শিবির আয়োজন করা।
- ❖ সন্তানদের পড়াশুনা, মন্ডলীর কাজে যোগ দান ও তাদের সম্ভাব্য পেশাসম্বন্ধে প্রশ্ন-উত্তর ও মতামত-এর অধিবেশনে সকল পিতামাতা ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

- ❖ পেশাওমনস্থায়িকবিষয়েউপদেশ, তথ্যওঅভিযোগজানাবারজন্যসকলধর্মপ্রদেশ ,ডীমারীওধর্মপল্লিতেএকটিকবেকেন্দ্ৰিয়অফিসস্থাপনকরা।
- ❖ বেতনকাঠামো, নিয়োগপদ্ধতি, ইত্যাদিবিষয়েসকলস্কুলেএকরকমনীতিগ্রহণ।
- ❖ সকলকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেশিশুসুবক্ষাওলিঙ্গ-নীতিনির্ধারণকরা।

## ভাগ৫ :আলোচনারজন্যপ্রশ্নমালা

- ❖ ছাত্র-  
ছাত্রীদেরআধ্যাত্মিকগঠনেরদায়িত্বকিস্কুলগুলিরওপরসম্পূর্ণভাবেন্যস্তহওয়াউচিতনাকিতাধর্মপল্লিরসাথেভাগকবেনেওয়াউচিত?
- ❖  
বিভিন্নধর্মীয়গোষ্ঠিওধর্মপ্রদেশদ্বারাস্থাপিতস্কুলগুলিতেকেসাধারণভক্তজনদেরঅধ্যক্ষহিসেবেনিয়োগকরাউচিত?পক্ষেবাবিপক্ষেবিকারণদেখান।
- ❖  
কাথলিকপিতামাতারাতাদেরসন্তানদেরকাথলিকবিশ্বাসগঠনেরব্যাপারেএতনিষ্কৃৎওদায়িত্বজ্ঞানহীনকেন?
- ❖  
বিশালঅঙ্কুরমাইনেরজন্যমখনকোনকাথলিকছেলেমেয়েরাকোনকাথলিকস্কুলেবাকলেভেভর্তিনিতেপারেনাতখনকিকরাউচিত?
- ❖ কাথলিকছাত্র-  
ছাত্রীরাকাথলিকশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানদ্বারাপ্রদত্তসুযোগসুবিধাগুলিরপুরোসদব্যবহারকরেনপারেনা?

## উপসংহার

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের মহাধর্মপ্রদেশে অনেকটাই অগ্রগতি দেখিয়েছে। বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় বেশ অনেক গুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ছেয়ার জন্য সুনিশ্চিত হয়েছে যে কোনো কাথলিক ছেলে মেয়েই মেনশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। অন্তত মাধ্যমিক পাশ কাথলিক ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে যার পরবর্তী কালে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে, কাথলিক ছেলে মেয়েরা তাদের অন্যান্য সম-বয়সীদের সাথে সেভাবে পাল্লা দিতে পারছেন না এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষাগুলিতে সেভাবে সফল হতে পারছেন না। এটি তাই সকলের প্রতিজ্ঞে গেঁঠার এক আহবান।

## সমাপন প্রার্থনা

হে মামারীয়া, বিশ্বাস ও ভালবাসার সাথে আমরা তোমার আশীর্বাদ চাইতে এসেছি কারণ তুমি-ই আমাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক। পিতা ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি তোমার বোন এলিজাবেথের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলে এবং তাঁর সাথে ভাগ করেছিলে যীশু খ্রীষ্টের আগমন-বার্তা। আশীর্বাদ করো, মা, যেন আমরাও পবিত্র আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের শিক্ষাদান সেবাদায়িত্বের মাধ্যমে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের করুণা আমাদের এই মহাধর্মপ্রদেশে প্রচার করতে পারি। আমাদের সাহস ও শক্তির উৎস হও তুমি, যেন আমাদের এই প্রেরণ কার্যের মধ্য দিয়ে আমরা ঘোষণা করতে পারি তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা শেখানো মূল্যবোধ এবং এই জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি ঈশ্বরের ঐশ্বরাজ্য। এই প্রার্থনা আমরা করি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে। আমেন ॥